বর্তমান
বুধবার ১৫ নভেম্বর ২০১৭

ওড়িশাকে হারিয়ে রসগোল্লার স্বত্ব স্বীকৃতি বাংলারই

ওড়িশার নয়, রসগোল্লা বাংলা ও বাঙালিরই নিজস্ব সম্পদ। দীর্ঘ লড়াইয়ের পর বাংলা আজ রসগোল্লার জিআই রেজিস্ট্রেশন আদায় করে নিল। সেই বহু কাঙ্খিত স্বীকৃতিটি এল 'বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস' এর দিনই। জিআই বা জিওগ্রাফিক্যাল ইন্ডিকেশন স্পষ্ট করে জানিয়ে দিল, রসগোল্লা পশ্চিমবঙ্গেরই নিজস্ব সৃষ্টি, তা কোনওভাবেই ওড়িশার নয়।

রসগোল্লা তুমি কার? এনিয়ে দীর্ঘদিন ধরে লড়াই চলছিল পশ্চিমবঙ্গ ও ওড়িশার মধ্যে। নিজস্ব পাঁচটি উৎপাদনের 'জিআই ফর গুডস' স্বীকৃতি পেতে আবেদন জানিয়েছিল রাজ্য সরকার। প্রথম চারটি উৎপাদন অর্থাৎ সীতাভোগ, মিহিদানা, তুলাইপঞ্জি, গোবিন্দভোগ নিয়ে সমস্যা না থাকলেও জটিলতা তৈরি হয় বাঙালির প্রিয় রসগোল্লাকে নিয়ে। ওড়িশার যুক্তি, পালটা পশ্চিমবঙ্গের যুক্তি তথা দীর্ঘ তর্কবিতর্ক চলার পর অবশেষে জিআই অফিসের তরফে রসগোল্লার স্বত্ব সংক্রান্ত স্বীকৃতি বাংলাকেই দেওয়া হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই এতে খুশি বাংলার নেতা থেকে শুরু করে আমজনতা। লন্ডন থেকে ট্যুইট করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, আমাদের সবার জন্য অত্যন্ত মিষ্টি খবর। রসগোল্লার জিআই রেজিস্ট্রেশন পাওয়ায় আমরা খুব খুশি এবং গর্বিত। আবার বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান বিমান বসু বললেন, রসগোল্লার জিআই রেজিস্ট্রেশন বাংলা আদায় করে নেওয়ায় তো খুশি হবই। মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় বলেন, সব বিতর্কের অবসান হল। মূলত যে রাজ্যে পণ্যটির জন্ম হয়েছে, সেই রাজ্যটি পণ্যের আইনি স্বীকৃতিও পেতে চায়। একেই বলায় জিআই। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সদস্যরা জিআইয়ের দাবিদার হতে পারে। ভারতও ওই সংস্থার সদস্য। ১৯৯৯ সালে জিআই পাওয়ার বিষয়ে এদেশে একটি আইন পাশ হয়। সেটি কার্যকর হয়, ২০০৩ সালে। তারপরই নানা রাজ্য নিজেদের নামজাদা পণ্যের জিআই স্বীকৃতি পাওয়ার দাবি করে থাকে। তবে এই লড়াই যে খুব একটা সহজ ছিল না, তা মানছেন রসগোল্লার 'সৃষ্টিকর্তা' নবীনচন্দ্র দাশের বংশধররা। শহরের অন্যতম মিষ্টির দোকান কেসি দাসের মালিক তথা নবীনচন্দ্র দাসের বংশধর ধীমান দাস বলেন, ২০১৫ থেকে একের পর এক যুক্তি তুলে ধরা হয়েছে। বাঙালির সঙ্গে যে রসগোল্লা নিবিড়ভাবে যুক্ত, তাকে কীভাবে অন্যের সৃষ্টি বলা যায়? আমাদের রাজ্য সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগ অনেক সাহায্য করেছে। আমরা খুব খুশি। রসগোল্লা যে বাংলারই, সেই স্বীকৃতি মেলায় আমরা খুবই গর্বিত। 'নবীন ময়রা'র বাড়ি বলে বিখ্যাত ৫৩২, রবীন্দ্র সরণির 'রসগোল্লা ভবন'-এ গিয়ে দেখা গেল, প্রত্যেকের মুখেই যুদ্ধ জয়ের চওড়া হাসি। 'বিনা যুদ্ধে নাহি ছাড়িব সূচ্যগ্র মেদিনী' এই মন্ত্র নিয়েই যুদ্ধ নেমেছিল রাজ্য। সেই দীর্ঘ যুদ্ধে জয় এল। খুশি তো হবই। বললেন, বাগবাজারে ধীমানবাবুদের রসগোল্লা তৈরির কারখানার কর্মীরাও। একজন বলেই ফেললেন, বাঙালির স্বত্বকে হাতছাড়া হতে দিইনি। এর থেকে বড় প্রাপ্তি আর কী হতে পারে, বলুন!

রসগোল্লা কলকাতার, এটাই যুগ যুগ ধরে সারা দেশ শুধু নয়, জেনে এসেছে গোটা দুনিয়াও। তবে ২০১৫ সালে রসগোল্লার আঁতুড়ঘরের নয়া দাবিদার হিসাবে যুক্তি খাঁড়া করতে শুরু করে প্রতিবেশী রাজ্য ওড়িশা। নিজেদের রাজ্যকেই রসগোল্লার উৎসস্থল এবং জগন্নাথ দেবের প্রসাদ হিসাবে দাবি করে জিআই-এর স্বীকৃতির দাবিতে লড়াই শুরু করে ওড়িশা। বলা হয়, রথযাত্রার সময় নীলাদ্রি বিজয় বলে যে উপাচার হয়, সেই সময়ই দেবী লক্ষ্মীকে ওই মিষ্টি নিবেদন করা হয়। পুরীর মন্দিরের এই রসগোল্লা সাতশ বছরের পুরানো। পালটা তত্ব খাঁড়া করে বাংলার সরকার। রাজ্যের দাবি ছিল, রসগোল্লা একেবারেই পশ্চিমবঙ্গের সৃষ্টি। জগন্নাথ দেবকে যে মিষ্টি ভোগ দেওয়া হয় তার সঙ্গে রসগোল্লার কোনও সম্পর্ক নেই। আরও একাধিক যুক্তি হাজির করা হয় জিআই কর্তৃপক্ষের কাছে। এ নিয়েই শুরু হয়ে যায় দড়ি টানাটানি। জিআই কর্তৃপক্ষের কাছে দুই রাজ্যই একের পর এক নিজস্ব যুক্তি পেশ করে। সেই যুক্তি শুনেই ওড়িশার দাবিকে খারিজ করে রসগোল্লাকে 'বাংলার রসগোল্লা' বলার অধিকার দিল জিআই। নেমে এল স্বস্তি।